যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৫ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাচ্ছে সরকার

মুসতাক আহমদ

মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে জর্জরিত আর অবৈধ ও আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনাকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশনে যাচ্ছে সরকার। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে এ ধরনের প্রায় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করে অচলাবস্থা অবিলম্বে টানা হবে আর যেগুলো অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে সেগুলোর বিরুদ্ধে চ্যান্সেলর তথা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সন্তোষজনক সমাধানমূলক নির্বাহী আদেশ জারির চিন্তাভাবনা চলছে। সূত্র টানা হবে আরও জানায়, অসাধু শিক্ষা ব্যবসায়ীরা সরকার বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) যে কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়। বর্তমানে এ ধরনের শতাধিক মামলার মুখোমুখি মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি। এর ফলে কোনো জনবান্ধব, ভালো এবং ইতিবাচক উদ্যোগ আর আলোর মুখ দেখে না। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করেও ক্যাম্পাসের মতো ছড়িয়ে পড়া দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির বেপরোয়া কার্যক্রম বন্ধ করা যায়নি। সম্ভব হয়নি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ কামনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্র জানায়, এরমধ্যে সরকার ও ইউজিসির

নির্বাহী আদেশ জারির চিন্তাভাবনা চলছে

বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা একটি আদালতে এনে নিষ্পত্তির মতো পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তাভাবনাও রয়েছে। নামপ্রকাশ না করে সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, দু'দফায় আলটিমেটাম দেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কী— এ নিয়ে গত ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রাথমিকভাবে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ইউজিসি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আতাউল হাই শিবলী এতে উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায়ই এসব ব্যাপারে বিস্তারিত করণীয় নির্ধারণে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমকে নিয়ে ১০ দিনের মধ্যে আরেক সভা করার কথা ছিল। কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেলের বিদেশে অবস্থান ও পবিত্র ঈদুল ফিতরের কারণে ফিরতি সভাটি হয়নি বলে জানা গেছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে ফিরতি সভাটি হওয়া প্রয়োজন। তবে সেটি হয়নি। এরআগে তিনি সাংবাদিকদের জানান, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে

সরকার : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ২

সরকার : অ্যাকশনে যাচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ও একাধিক ট্রাস্টিবোর্ড রয়েছে তা ভেঙে দেয়ার সুপারিশ করা হবে। সেই সঙ্গে বর্তমান ভিসিদের সরিয়ে নতুন ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। তিনি আরও জানান, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ক্যাম্পাস ও মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধে একাধিকবার সতর্ক করলেও কোনো কাজে আসেনি। একই অবস্থা মালিকানার দ্বন্দ্ব নিয়েও। নিরুপায় হয়ে শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি যৌথভাবে এ উদ্যোগ নিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এ সুপারিশ পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সমস্যাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার রয়েছে রাষ্ট্রপতির। আইনের ৩২(৭) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন কারণে কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলে কিংবা উহার স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার স্বার্থে, চ্যান্সেলর কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে, প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এতদবিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।'

প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রায় সবকটির বিরুদ্ধেই কোনো না কোনো অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১০ সালের শেষের দিকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে এক বছরের সময় দিয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠাসহ আনুষঙ্গিক নির্দেশনা দেয়। তখন হুশিয়ারি ছিল এতে ব্যর্থ হলে পরের বছর সেশনের পর আর শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না কেউ। কিন্তু সরকারের সেই হুশিয়ারি আমলে নেয়নি অনেকেই। ওই আলটিমেটাম শেষের চার মাস পর ২০১২ সালের জানুয়ারিতে মন্ত্রণালয় ফিরতি বৈঠক করে। তখন তাদের ফের সময় দেয়া হয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য। সেই সময়ও পার হয়েছে গত বছরের ডিসেম্বরে। অথচ আইনানুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। দ্বিতীয় এই আলটিমেটাম শেষে তৃতীয় বৈঠকটি হয় গত ১৫ জুলাই। ওই বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী গণমাধ্যমকে জানান, ৭১টির মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। এরমধ্যে ২টিই নতুন অনুমোদনপ্রাপ্ত, বাকিরা আগের। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল— নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, গণবিশ্ববিদ্যালয়, ডাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম। এরবাইরে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় জমি ক্রয় করেছে ফাউন্ডেশনের নামে। তাদের ট্রাস্টের নামে জমি কিনতে হবে। নির্ধারিত জমিতে ভবন তৈরি করছে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। জমি ক্রয় করলেও কাজ শুরু হয়নি ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের। জমি ক্রয় করে ভবন তৈরির নকশা প্রণয়ন করছে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়। জমি ক্রয় করলেও ভবন নির্মাণের অনুমোদন পায়নি ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়। জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়ে পরবর্তী সভাটি এখনও করা সম্ভব হয়নি। বিগত সভায় অনেক কিছুই আলোচিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তাকে নিয়ে ফিরতি সভায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অ্যাকশনের 'লিগ্যাল পয়েন্ট' (আইনি দিক) আলোচনা করা হবে। এরপর প্রয়োজনে চ্যান্সেলরের কাছে যাবে বিষয়টি।

মালিকানার দ্বন্দ্ব ও আউটার ক্যাম্পাস : তবে মালিকানার দ্বন্দ্ব ও অবৈধ ক্যাম্পাস রয়েছে ১০টির। এগুলো হচ্ছে— দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, পিপলস ইউনিভার্সিটি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি। এগুলোর মধ্যে প্রথম পাঁচটির মালিকানা দ্বন্দ্ব রয়েছে। বাকি ৫টির কেউ মামলার জোরে আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে আবার কেউ অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য মালিকানা দ্বন্দ্বে জর্জরিতদের কয়েকটি অর্থের নেশায় মরণ কামড় দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে দারুল ইহসান আর প্রাইম ইউনিভার্সিটি ইউজিসির অনুমোদন না নিয়েই একের পর এক ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে।

এদের বাইরে আদালতের স্থিতাদেশ নিয়ে চলছে কুইন্স ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকান-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি।